অসম্ভবকে অবশ্যম্ভাবী করতে সহায়তা করা

ব্যারি এফ. লোয়েনক্রোন

যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক সহকারী সচিব

গতকাল (১০ই ডিসেম্বর) বিশ্বব্যাপী নারী পুরুষ নির্বিশেষে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস উদযাপন করেছে এবং মানবাধিকারের উপর জাতিসংঘের সার্বজনীন ঘোষণা গ্রহণের ৫৭তম বার্ষিকী পালন করেছে। আজ ঐ ঘোষণার নৈতিক উপদেশ প্রতিটি সংস্কৃতি, বর্ণ, পটভূমি ও বিশ্বাসের লোকজন কর্তৃক গৃহীত হয়েছে।

প্রায়ই বড় ধরনের ব্যক্তিগত ঝুঁকি ও সকল প্রকার প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রত্যয়ী ও সাহসী নাগরিকগণ মানবাধিকারের পক্ষে সমর্থন দিচ্ছেন এবং নির্যাতনসমূহ জনসমক্ষে প্রকাশ করছেন। তারা উপজাতি ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অধিকার ও শ্রম অধিকার রক্ষা, নারীদের সম-অধিকার জোরদার করা এবং মানব পাচার বন্ধে কাজ করছে। তারা গতিশীল সুশীল সমাজ বিনির্মান করছেন, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং দায়বদ্ধ ও আইন-ভিত্তিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এজন্য গর্বিত যে, দেশটি মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সর্বশ্রেষ্ঠ পথিকৃত। বিষয়টিকে মানুষের মর্যাদার ক্ষেত্রে এক আপোষহীন দাবী বলে প্রেসিডেন্ট বুশ অভিহিত করেছেন। বিষয়টিকে আমাদের প্রতিটি প্রশাসনই সমর্থন করে এসেছে এবং এর প্রতি দ্বি-দলীয় সমর্থন প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে ভালভাবে কি কাজ করা যায় সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়।

এ বিষয়টি সত্যি যে, সকলের জন্য স্বাধীনতা ও ন্যায় বিচার নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্র যেসকল কর্ম উদ্যোগ শুরু করেছে তা অত্যন্ত দীর্ঘ ও কঠিন ব্যাপার এবং বিষয়টি এখনও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। তবে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, স্বাধীন গণমাধ্যম, বিশ্বে আমাদের উন্মুক্ত বক্তব্য এবং আমাদের নাগরিকদের কর্মতৎপরতা গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আমাদের আরো ঘনিষ্ট করে তুলেছে।

যুক্তরাষ্ট্র এবং স্বাধীনতার সুফল ভোগকারী অন্যান্য গণতন্ত্রের জন্য মানবাধিকার রক্ষা করার কর্তব্যটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের অবশ্যই দ্বি-পাক্ষিকভাবে এবং আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক

সংস্থাগুলোর মাধ্যমে ভঙ্গুর গণতান্ত্রিক দেশগুলোর নাগরিকদের উন্নত জীবনের জন্য উচ্চ আশা প্রদান করতে হবে। গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার থেকে যে সকল দেশ পিছু হটে আসছে, আমাদের অবশ্যই গণতন্ত্রের বিষয়ে তাদের জবাবদিহি করতে বলতে হবে। গণতন্ত্র যেখানে বিপন্ন হচ্ছে অথবা যেখানে গণতন্ত্র নেই সেখানে আমাদের আওয়াজ অথবা কর্মের মাধ্যমে এ বিষয়টিকে অবশ্যই পরিস্কার করতে হবে যে, আমরা মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকান্ডকে এবং স্বাধীনতার বিষয়টিকে এগিয়ে নিতে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সমর্থন করি। মানবাধিকারের মানদণ্ডকে তুলে ধরতে অঙ্গীকারাবদ্ধ জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো একটি নতুন ও কার্যকর মানবাধিকার কাউন্সিল গড়ে তুলছে যা বিশ্বব্যাপী স্বাধীনতার হাতকে জোরদার করবে।

যারা অভিযোগ করে যে, এ সকল আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা অন্যান্য দেশের উপর আমাদের মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে এক ধরনের উদ্ধত উদ্যোগ প্রকাশ করে অথবা তাদের অভ্যন্তরীন বিষয়ে অনধিকার চর্চা বলে অভিহিত করে তারা সার্বজনীন ঘোষণা ভুলে যায়। এই ঘোষণায় বলা হয়েছে "প্রত্যেক ব্যক্তি এবং সমাজের প্রতিটি অঙ্গকে তাদের সার্বজনীন এবং কার্যকর স্বীকৃতি ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করতে এ সকল অধিকার ও স্বাধীনতা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকসহ প্রগতিশীল ব্যবস্থাবলীর মাধ্যমে তাদের সম্মান তুলে ধরতে সংগ্রাম করবে"।

প্রত্যেক জায়গায় নারী-পুরুষ মর্যাদার সাথে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চায়। সবশেষে মানুষ যখন ভীতিকর একটি সমাজে পছন্দ মত বেছে নেয়ার প্রকৃত সুযোগ পায় তখন তারা একটি মুক্ত সমাজ পছন্দ করে। আর কতিপয় প্রজন্মের মধ্যে উন্নয়নশীল বিশ্বে স্বাধীনতা ছড়িয়ে পড়ে, কমিউনিস্ট এক নায়কতন্ত্র ভেঙ্গে পড়ে এবং নতুন গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আর তাই স্বাধীন জাতিসমূহকে নেতৃত্ব দিতে নেলসন ম্যান্ডেলা, ভ্যাক্ল্যাভ হ্যাভেল এবং জানা গুসমাও এর মত মানবাধিকারের প্রবক্তাদের নিপীড়ন সহ্য করে কষ্টে টিকে থাকতে হয়েছে। যেমনটি পররাষ্ট্র সচিব রাইস বলেছেন, "বার বার আমরা আপাতদৃষ্টিতে যেমনটি দেখেছি-অসম্ভব অবশ্যম্ভবী হয়েছে"।

শুধুমাত্র বিগত কয়েক বছরেই আফগানিস্তান ও ইরাকের মহিলা ও পুরুষ তাদের প্রথম গণতান্ত্রিক নির্বাচনে ভোট প্রদান করে এবং মুক্ত মানুষ হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ কাটিয়ে দিতে শুরু করেছে। ফিলিস্তিনী উপত্যাকাগুলোতে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আমরা মধ্যপ্রাচ্যসহ লেবাননে প্রবল অভ্যুত্থান দেখেছি; দেখেছি যে সেখানে পুনর্গঠনের জন্য সকলের কণ্ঠ সাড়া দিচ্ছে। জর্জিয়া ও ইউক্রেনের জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠায়

ফেটে পড়ছে। আর সম্প্রতি লাইবেরীয়ায় প্রথম সংঘাত-উত্তর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় যার ফলাফল হচেছ আফ্রিকায় প্রথম গণতান্ত্রিকভাবে একজন নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা।

স্বাধীনতার লক্ষণীয় সুবিধদি রয়েছে। তবে আমরা যেহেতু সার্বজনীন ঘোষণার বার্ষিকী স্মরণ করি, তাই আমরা এটাও জানি যে বিশ্বের অনেকাংশেই বাস্তবতা থেকে এর অঙ্গীকার অনেক দুরে অবস্থান করছে। এদের মধ্যে গুটি কয়েক ঘটনা এখানে উল্লেখ্য: দারফুরে চলমান হত্যা ও ধর্ষণ; কিউবা থেকে চীন, বেলারুশ থেকে বার্মা, উজবেকিস্তান থেকে জিম্বাবুয়ে এবং ইরান থেকে উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত ভিন্নমতালম্বীদের হয়রানি ও জেলে পুরে রাখা বিষয়টি।

সামনের বহু চ্যালেঞ্জের ঐকান্তিক মুল্যায়নসহ সকল মানবতার জন্য অসম্ভবকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে সহায়তা করতে আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস পালন করে থাকি।

==========

*(*ওয়াশিংটন ফাইল যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দফতরের অফিস অব ইন্টারন্যাশনাল ইনফরমেশন প্রোগ্রাম্স-এর একটি প্রকাশনা।*)

জিআর/ ডিসেম্বর ১১, ২০০৫

দ্রষ্টব্য: *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* dhaka.usembassy.gov *(New) এ যোগাযোগ করুন।*